13-6-36

অন্নপূর্ণার মন্দির

উত্তরা

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

পরিচালক—একজিবিটরস্ সিণ্ডিকেট লিঃ।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

শ্রী ও উত্তরা

১। LITTLEST REBEL.
২। PROFESSIONAL SOLDIER.
৩। মুক্তস্নান (কালী ফিল্মস্)
৪। পরভৃতিকা („)
৫। অহল্যা (দেবদত্ত ফিল্মস্)
৬। পণ্ডিত মশাই (পপুলার পিকচার্স)
৭। সরলা (কালী ফিল্মস্)
৮। হারানিধি („)
৯। দানের মর্য্যাদা („)
১০। রাজমোহনের স্ত্রী („)
১১। TALKIE OF TALKIES (কালী ফিল্মস্)

দ্বীপান্তর

বাঙলার ভাগ্য বিড়ম্বিত নরনারীর অন্তরে
অনন্ত সান্ত্বনা আনিয়া দিবে !

ডি, জি, টকীজের নবীনতম চিত্র নিবেদন
রূপে, রসে, অনবদ্য !

= দ্বীপান্তর =

= দ্বীপান্তর =

বিভিন্ন ভূমিকায়
শ্রীমতী উষা
মোহন রায়
ডি, জি,
মাষ্টার রূপলাল

পরিচালক—ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক—মণি কুণ্ডু

আলোক-চিত্র-শিল্পী—ননী সান্ন্যাল
শব্দ যন্ত্রী —মধু শীল

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

শুভ উদ্বোধন—শ্রী—শনিবার ৪ঠা জুলাই ১৯৩৬

কালী ফিল্ম্‌সের

ভূতপূর্ব্ব স্থাপক

৺কালীধন গাঙ্গুলী বি-এ

–কালী ফিল্‌মসের নবতম অবদান–

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে

বাণী-চিত্রাকারে

অন্নপূর্ণার মন্দির

তৎসহ বীরেন ভদ্রের কৌতুকচিত্রে—"ভোট-ভণ্ডুল"

উত্তরা

১৩৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

শুভ-উদ্বোধন

১৩ই জুন, শনিবার ১৯৩৬।

চিত্র-পরিবেশক— ব্রীতেন এণ্ড কোং

৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, বি নান, (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ফাইন আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।

কালী ফিল্মসের—

কৌতুক চিত্রে — বীরেন ভদ্রের

শিল্পী-পরিচয়

রচয়িতা—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

গঙ্গারাম … সন্তোষ দাস

দারুকেশ্বর … শৈলেন চৌধুরী

ছিদাম মুদী উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরহরি …দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাখন … পুলিন অর্ণব

ফতু মিত্তির…সুরেন মুখোপাধ্যায়

হারু খুড়ো · কার্ত্তিক কুমার ঘোষ

সম্পাদক …মনোমোহন ঘোষ

ভোটারগণ—সন্তোষ সাহা, বিশ্বনাথ ঘোষ, অনিল কুমার সিংহ, যতীন চৌধুরী, রণজিৎ কুমার রায়, সুকুমার মিত্র…ইত্যাদি।

সংগঠনকারী—জে, এন, ঘোষ

(স্বত্বাধিকারী—মেগাফোন কোং)

মাতঙ্গিনী .. শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী

মনোহরা … „ ফুল্লনলিনী

দিদিমা … „ কোহিনূরবালা

সংগঠনকারী

চিত্র-শিল্পী …সুরেন দাস

শব্দযন্ত্রী …জগদীশ বসু

সুর-শিল্পী …জ্ঞান দত্ত

রসায়নাগারাধ্যক্ষ…কৃষ্ণ কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক …বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়

পরিচালক—

জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

ভোট-ভণ্ডুল

করপোরেশনের ইলেকসন্—কল্‌কাতা সহর সরগরম হ'য়ে উঠেছে। মেয়েরাও ভোটের অধিকারিণী হ'য়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে ক্যান্‌ভ্যাস্ করে বেড়াচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ভোট প্রার্থী হচ্ছে শ্বশুর জামাই। স্বদেশীর যুগ—তাদের তরফ থেকে দাঁড় করানো হয়েছে এক মুদীকে। শ্বশুর গঙ্গারাম প্রথম চেষ্টা করলে, জামাই দারুকেশ্বরকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত করতে, কিন্তু জবাব এলো পাল্‌টা। যুক্তিটা জামাইয়ের দিকেই একটু ভারী—সে শ্বশুরকে বোঝাতে চেষ্টা কর্লে, বেশী বয়সে এ সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে অশান্তি বাড়িয়ে তোলা কেন! তার চেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করে তৃতীয় ক্যাণ্ডিডেট ছিদাম মুদীকে একেবারে বসিয়ে দিলে যেমন হবে, বিজয়ের একটা আত্মপ্রসাদ তেমন হবে জামাই শ্বশুরের মধ্যে একটা মৈত্রীর দৃঢ়তা। কাউন্‌সিলারের সুখ সুবিধার প্রলোভন দুজনকেই মাতাল করে তুলেছিল—তাই নাম্‌লে তারা দুজনেই নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষায়। নারী-প্রগতির তুমুল আন্দোলনে দেশময় জাগরণের যে ঢেউ চলছিল—ঘরে ঘরে তারই সাড়া দিয়ে স্ত্রী এসে স্বামীর পাশে দাঁড়াল। ঘর ছেড়ে আজ বাইরের কাজে তাদের উন্মাদনা। গঙ্গারামের স্ত্রী মাতঙ্গিনী মেতে উঠ্‌ল মেয়ে মহলে স্বামীর তরফে ক্যান্‌ভ্যাস্ কর্ত্তে—আর তারই মেয়ে মনোহরা, জামাই দারুকেশ্বরের কর্ম্মকুশলতা এবং তারুণ্যের দোহাই দিয়ে ভোটারদের হাত কর্‌তে লেগে গেল। মায়-ঝিয়ের ক্লান্তিহীন আনাগোনার অবসরে নিজ নিজ চেষ্টার সার্থকতার আশায়ই স্বামীকে তারা আশান্বিত করে তুল্‌ত। স্বার্থসিদ্ধির লোভে খবরের

কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুই তরফ থেকেই গালাগালি সুরু হল। দল পাকিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল নিয়ে যে যার জয়গান করে বেড়াতে লাগল। এটা সেটা নানা খরচের অছিলায় ক্যান্‌ভ্যাসারদের পকেট ভর্ত্তি হয়ে গেল। পোলিং ষ্টেশনে মা'র সঙ্গে মেয়ের হল ঝগড়া— হাতাহাতি হতে শেষে চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছিল। মা মারলে মেয়ের গালে চড় - রাগে— অপমানে মেয়ে দিল মায়ের নথ টেনে নাক ছিঁড়ে। হৈ হৈ রৈ রৈ! মা ও মেয়ে দুজনেই কাঁদতে বসল।

স্বদেশীওয়ালারা ছিল ছিদাম মুদীর পৃষ্ঠপোষক। ভোটের সভায় বক্তৃতা বন্ধ ক'রে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ঢুকে চীৎকার করে গোলমাল বাঁধিয়ে ছত্রভঙ্গ করে— আরও কত অভিনব উপায়ে বিপক্ষ দলের মুখ বন্ধ করে—ছিদাম মুদীর জয়-যাত্রা আরম্ভ হলো। শেষ পর্য্যন্ত ছিদামই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে বিজয়ী বীর বলে ঘোষিত হলো। ব্যর্থতার সমবেদনায় শ্বশুর গঙ্গারাম আর জামাই দারুকেশ্বরের মধ্যে লুপ্ত আত্মীয়তা আবার জেগে উঠ্‌ল। এছাড়া ভোট ব্যাপারে কত যে হাসি কৌতুকের বিষয় রয়েছে তার একটা নিছক প্রতিচ্ছবি আপনারা ছায়াচিত্রে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।

ভোট-ভণ্ডুল
গীতাংশ

---

(১)

এই ইলেক্‌সনের রঙ্গ
যদি না থাকতো ভবে
দেখতো
কে এই সং গো ?
ইলেক্‌সনে সবার মিতে
বুক চাপড়ান পরের হিতে
আসল কাজে অষ্ট রম্ভা
পরে রণে ভঙ্গ !
এই বাজারে টাকার শ্রাদ্ধ
নেপোয় মারে দই ও খাদ্য
দেশের লোকে হেসে আকুল
দেখে এদের ঢং গো।

(২)

ওগো বাংলা দেশের মেয়ে
দেশের জন্য কার বল ত জল ঝরে চোখ বেয়ে ?
সবার দেখি শুষ্ক আঁখি,
সবাই দিতে চায় গো ফাঁকি
শুধু আছেন দারুক বাবু
মুখের দিকে চেয়ে !
(তোমাদের) মুখের দিকে চেয়ে !
মেয়েদের যত কষ্ট
জানিয়ে তারে দাও স্পষ্ট—
সবই তিনি ঘুচিয়ে দেবেন
কর্পোরেশনে যেয়ে।

(৩)

জয়তু গঙ্গারাম
জয়—জয়—জয় হে
এবার ভোটের যুদ্ধে দেখিব
তোমাকে ঠেকায় কে ?
জয়—জয়—জয় হে
মোটর করিয়া ভোটার আনিব
চড়াব জুড়ি ও গাড়ী
একটি ভোটের বিনিময়ে দোব
সন্দেশ হাঁড়ি হাঁড়ি
তোমারে না-চাবে কে ?
তোমারে নাচাবে কে ?
তব গানে আজ শহর মুখর
জয়—জয়—জয় হে !

(৪)

স্বদেশ মাতার দুঃখ বেদনা
ভুলাতে যে এল মরিয়া হ'য়ে
সে যে তব অতি আপনার জনা
বোঝ না কি এত দুঃখ স'য়ে ?
গঙ্গারাম সে ভগীরথ সম
বহাতে এসেছে সুখের নদী
নদী মরে যাবে—তোমরা তাঁহারে
একটিও ভোট না দাও যদি !
বুঝে সুঝে দিও বিচার করিও
দিয়ে যাও ভোট মায়ে ও পোয়ে।

শিল্পী পরিচয়

বিশু	ছবি বিশ্বাস
রামশঙ্কর	ফণী রায়
হরিশঙ্কর	মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপদ	বুলা
নরু	তারাপদ ভট্টাচার্য্য
সান্যাল	শচীন চট্টোপাধ্যায়
ডাক্তার	রামচন্দ্র মিত্র
সুধীর	জীবন বসু
নকুল	শম্ভু রায়চৌধুরী (এঃ)
অন্নপূর্ণা	মনোরমা
জাহ্নবী	প্রভা
সতী	মায়া মুখার্জ্জি
সাবিত্রী	সাবিত্রী (পাঁচী)
ক্ষেন্ত	প্রকাশমণি

সংগঠনকারী

১।	প্রযোজক	প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
২।	কথা ও কাহিনী	নিরুপমা দেবী
৩।	চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
৪।	সহঃ পরিচালক	শ্রীকৃষ্ণ সরকার
৫।	চিত্র-শিল্পী	সুরেশ দাস
৬।	সহকারী	বিভূতি লাহা
৭।	শব্দযন্ত্রী	জগদীশ বসু
৮।	সুরশিল্পী	নীরেন লাহিড়ী
৯।	সহকারী	সমর বসু
১০।	সহকারী	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
১১।	রসায়নাগারাধ্যক্ষ	কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি-এস্-সি
১২।	সহকারী	শৈলেন ঘোষাল, গোপাল গাঙ্গুলী, ননী চাটার্জ্জি, ধীরেন দাস
১৩	শিল্প নির্দ্দেশক	পরেশ বসু
১৪।	সম্পাদক	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫।	সহকারী	সন্তোষ গাঙ্গুলী
১৬।	ধারা রক্ষী	রমণী ঘোষ

গল্পাংশ

রামশঙ্কর বেচারার বড় কষ্ট—নিজে রুগ্ন—খেটেখুটে খাবার শক্তি নেই—অথচ পৈতৃক বিষয়েরও যথেষ্ট অভাব।

অভাব অনাটনের সংসার হ'লেও পোষ্য কিছুমাত্র কম ছিল না। রামশঙ্কর নিজে, স্ত্রী জাহ্নবী, ছেলে হরিশঙ্কর, অনূঢ়া দুটী মেয়ে—সতী আর সাবিত্রী। ওদের মুখে অন্ন জোগাতে গিয়ে সামান্য জমি-জমা যা' ছিল সবই বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল। এখন সংসার একেবারে অচল হ'য়ে উঠেছে। অর্থাভাবে ছেলের লেখা পড়া হয়নি। ছেলেটী গানবাজনায় মন দিয়ে বড় চুল রেখে ওপাড়ার জমিদার নরেন ভাদুড়ীর সখের দলের প্রধান তারখা হয়েছে। বাপ একথা কানা-ঘুষোয় শুনেছে। কাল রাত্রে জমিদার বাবুর বাড়ী থিয়েটার হ'য়ে গেছে—কাজেই হরিশঙ্কর রাত্রে বাড়ী ফেরেনি। ভোর বেলায় ভয়ে ভয়ে এসে বাইরে থেকে ডাকলে 'মা'! অকালবৃদ্ধ রামশঙ্কর তখন সবে ঘুম থেকে উঠে রকে বসে তামাক খাচ্ছে। ছেলের ডাক শুনে বুঝলে ছেলে কাল রাত্রে বাড়ী আসেনি। নিজে হাঁপাতে হাঁপাতে

উঠে গিয়ে দোর খুলে দিয়ে জেরা করে জানতে পারলে সে কাল রাত্রে বাড়ী ফেরেনি। শোকে তাপে জর্জ্জরিত বুড়ো বাপ এ বেয়াদবি কিছুতেই সইতে পারলে না—তাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়ে গিন্নিকে ডেকে বল্লে, ছেলে যদি ফের বাড়ী ঢোকে – তবে হয় তাকে খুন করবে, নয়ত' নিজে আত্মঘাতী হবে।

ব্রাহ্মণ স্থির করলে—যে কোরেই হউক পরিবারের উদরান্নের সংস্থান করবে! গৃহিণীর কাছে দু'টী ভাত চাইলে– কিন্তু ঘরে চাল বাড়ন্ত। সংসারে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা এল-- কারো অনুরোধে কর্ণপাত না করে অভুক্ত ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মাথায় নিয়ে ঘরের বা'র হ'ল। যাবার সময় মেয়েকে ব'লে গেল – যদি চাকরি পাই ত' ফিরবো —নইলে এই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ হন্ হন্ ক'রে মাঠ দিয়ে চলেছে—কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না। লক্ষ্যহীন পথ! পিছন দিক থেকে বিশু বল্লে 'প্রণাম'। রামশঙ্কর পেছন ফিরে দেখলে বিশু তার পায়ের ধূলো মাথায় দিলে। কি দরকার জিজ্ঞাস কর্ত্তে বিশু আপনা থেকেই বল্লে যে, তার কোন উপকার ক'রে দিতে পারলে সে নিজেকে ধন্য মনে করবে। বিশু তার কোন অংশীদারের কুঠিতে ব্রাহ্মণের দশ টাকা মাহিনার চাকরী করে দিলে—মাসে মাসে দশ টাকা স্ত্রীর হাতে ফেলে দিয়ে রামশঙ্কর সংসারের সকল দায় থেকে নিশ্চিন্ত হ'লো। দুটি মেয়ে আর মা কায়িক পরিশ্রম করে, চরকার সূতা কাটে—দড়ি পাকায়, আসন বোনে—আরো কত খাটে। দুঃখীর সংসার যেমন চলে সেই ভাবে তারা চালাতে লাগলো। তবু কারো কাছে হাত পাতবার কথা মনে হলেই তাদের যেন মাথা কাটা যেত। এমনি করেই হাজার কষ্টেও নিজেদের মান তারা বজায়

রেখে চলল। 'কমলা'—ঐ গাঁয়ের আর একটি বড় মানুষের মেয়ে। অনেক খরচ ক'রে ও-পাড়ার জমিদার নরেন ভাদুড়ীর সঙ্গে বাপ বিয়ে দিয়েছে। নরেনের অভিভাবক কেউ নেই—নিজেই সর্ব্বময় কর্ত্তা—স্ত্রীকে চোখের আড়াল করে না। অনেক আরাধনা ক'রে আজ ক'দিন হ'ল সে বাপের বাড়ী এসেছে।

একদিন পরে নরেনও এসে হাজির হয়েছে। কমলা আর সতী ছেলেবেলার সাথী—এক প্রাণ; কাজেই কমলা এসেছে শুনে সতী মার অনুমতি নিয়ে তাকে দেখতে এল। সেইখানে নরেন সতীকে প্রথম দেখল, চিনলে তাদেরই হরির ভগ্নী। রূপে মোহিত হ'ল—অজ্ঞাতে তার বুকে বিষগাছের শিকড় নামলো। ২১ দিন পরেই নরেন ঘোড়ায়

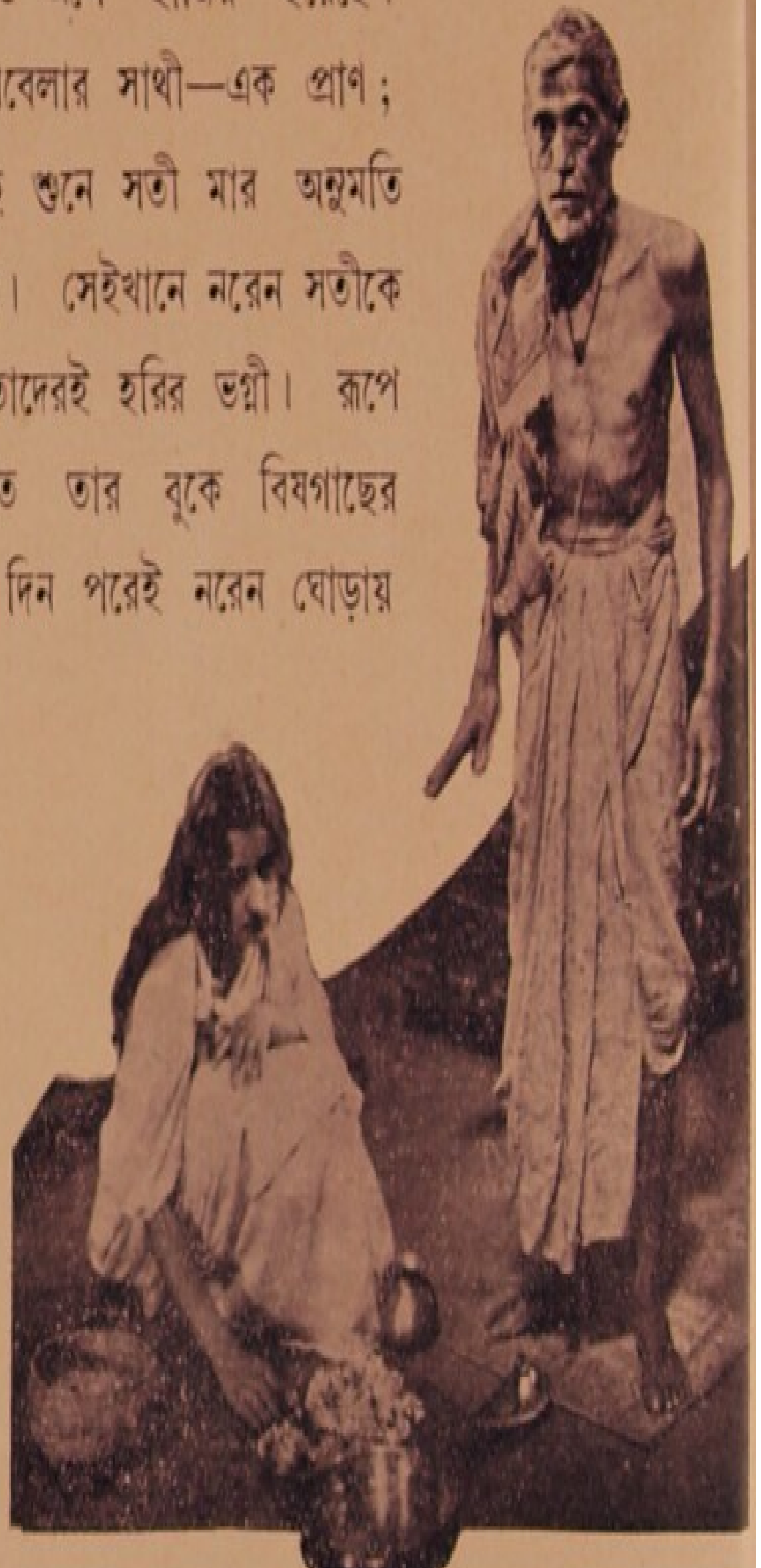

আছে—কাজেই ভাবনা নেই। বাঙালী—কাজেই কাজ করার স্পৃহা নেই। সময় অনেক—অতএব গাঁয়ের কাজে গা ঢেলে দিয়েছেন। ঘুরে বেড়ান, পরের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খান, পরের কুৎসা করেন। আর কোথায় কার ছিদ্র আছে দেখে ঘোঁট পাকিয়ে তোলেন। নরেন ও সতীর ঘটনা চোখে পড়ায় তিনি সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

চড়ে বন্দুক হাতে করে শিকার খুঁজতে এল। সতীদের খিড়কীর পুকুরের ওপারে—কে নাকি বলেছে এখানেই মৃগয়ার উপযুক্ত স্থান। তার ধারণা হরিণী শিকারের উপযুক্ত গুলি 'সীসা' নয় 'হীরা'—তাই সে হীরার বালা সঙ্গে এনেছিল। দেখতে পেলে চকিত ত্রস্তা হরিণী নরেনকে ঘোড়ার উপর দেখেই দৌড়ে তার আশ্রমে আশ্রয় নিল! নরেনের 'হীরা'র গুলি ব্যর্থ হল। এ ঘটনা সান্যাল মশায়ের চোখ এড়াল না। সান্যাল এই গাঁয়েরই লোক। কিছু বিষয় সম্পত্তি

বিশু রামশঙ্করের গাঁয়েতেই বাস করে। শৈশব অবস্থাতেই বাপ মা মারা যান। মাসী বিশুকে এনে মানুষ করেন। মাসী নিঃসন্তান। স্বামী স্ত্রীতে একদিনের জন্যও জানতে দেয়নি যে, বিশু পিতৃমাতৃহারা। এই ছেলেটী সত্যই মানুষ হ'য়েছিল—শুধু যে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছিল তা নয় —সে পরের দুঃখে কষ্ট পেত, তাই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিল মাসীর অগাধ পয়সা সে গ্রামের মঙ্গলে ব্যয় করবে। গ্রামের জলকষ্ট রাখবে না। ব্যাধি পীড়ায় গ্রামবাসী যাতে কষ্ট না পায়, গ্রামে ছেলেরা যাতে লেখাপড়া, ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি শিখে উপার্জ্জনক্ষম হয়, সে এই ব্রত নিয়েছিল। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল, যতদিন তার এই ব্রত উদযাপন না হয় ততদিন নিজের বলে সে কিছুই রাখবে না।

মাসীমা নামেও যা কাজেও তা— অন্নপূর্ণা। তিনি ভাবতেন সব ছেলেই যেমন বলে 'বিয়ে করব না'—বিশুও বুঝি সেই রকম বলছে। বিশুর অজ্ঞাতে সতীর মাকে কথা দিলেন, সতীর সঙ্গে বিশুর বিয়ে হবে। বিশু মাসীমাকে কেঁদে জানালেন তার ব্রত উদ্‌যাপন নাহ'লে সে বিয়ে করবে না। কথা ভেঙ্গে গেল। ব্রাহ্মণ রামশঙ্কর বিশ্বা-

মিত্রের মত রাগী মানুষ—বাড়ী বাঁধা দিয়ে সতীর বিয়ে দিলে ঘাটের মরা বৃদ্ধ বিবাহ-ব্যবসায়ী তিনকড়ি লাহেড়ীর সঙ্গে। ৭ দিনের মধ্যে সতী হাত খালি ক'রে বাপের বাড়ী ফিরে এল। সতীর আত্মবিসর্জ্জনের ভেতর দিয়ে বিশুর মনে কি পরিবর্ত্তন এল—ঘটনা পরম্পরার কি

অদ্ভুত সংমিশ্রণে বিশু শেষ পর্য্যন্ত কেমন ক'রে বিয়ে ক'রে বস্‌ল—গল্পের সে সব শুভ পরিণতি চিত্রপটে দেখ্‌তেই বেশী উপভোগ্য হবে।

সঙ্গীতাংশ

কহে চণ্ডীদাস
পাপ পুণ্য সম
তোমার চরণখানি ॥
কমলা (ঝরিয়া)

(১)

বধূ তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহমন আজি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতিমান ॥
পীরিতি রসতে ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি
তুমি মোর গতি
মম নাহি আন তায় ॥
সতী বা অসতী
তোমার বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।

(২)

নর্ত্তকী

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে
পরায় নাগরে
নইলে কিসের কদর ফুলের আদর
তারে কে করে
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে
নাগরী নাগর।
না হলে কুঞ্জবনের
এত কি গুমর
নিতে সোহাগ কুঞ্জে ধেয়ে
আসত কি ভ্রমর
নইলে কি বয় মলয় বাতাস
কোকিল গায় কুহু স্বরে।

পদ্মাবতী
"জনা"
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(৩)

হরি শঙ্কর

বিলিয়ে দিছিস পেটের মেয়ে
বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা
পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে॥
নিত্যি কথা উঠবে কাণে
বাজ জেঁতে তোর বোসব প্রাণে।
মায়ের ব্যথা মা'ই জানে
ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

"বলিদান"
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)
মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভ্যালো স্নো

নিত্য ব্যবহারে শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া

গৌরবর্ণে পরিণত হয়

ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর

রাসায়নিক পদার্থ দিয়া

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে।

সুভ্যালো সাম্পু

* কেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে *

* মসৃণতা আনে *

* চুল উঠা বন্ধ করে *

মরামাস ও খুস্‌কী হইতে পারে না

*   *   *   *

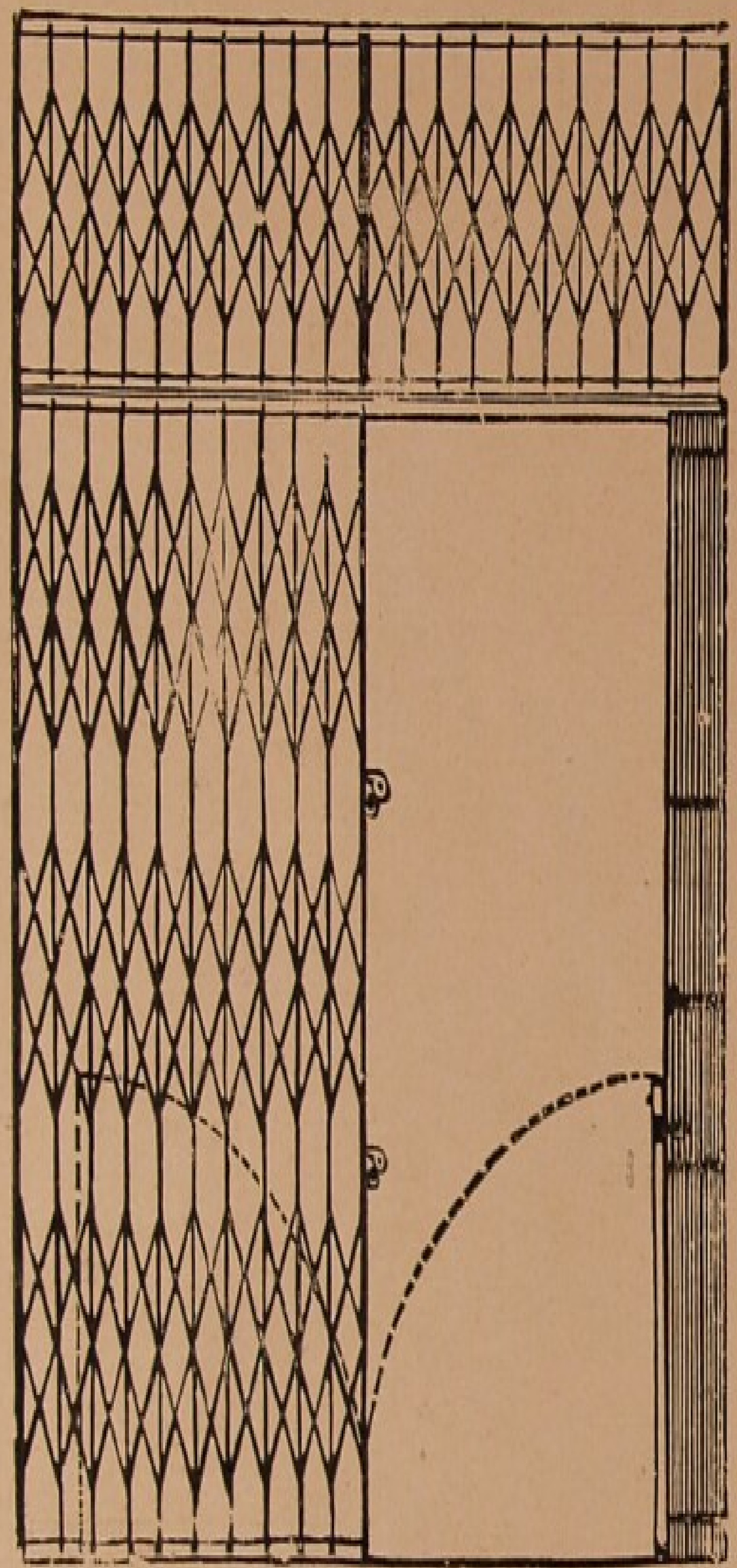

For Steel Collapsible Gates, Wrought Iron Gates ;
Grilles, Railings and all kind of Brass
and Iron Fancy Fittings

Apply :—

PARIS COLLAPSIBLE GATE Co.

16/1A, BEADON ST., CALCUTTA.

PHONE B. B. 3234.

প্রতি সংখ্যা ।৹ | সচিত্র মাসিক **উত্তরায়ণ** পড়িয়াছেন কি ? | বার্ষিক মূল্য ৩৲

গল্পে, প্রবন্ধে, সিনেমার কথায় অনবদ্য সুন্দর।

বার্ষিক গ্রাহকগণের পক্ষে আশাতীত উপহার

যাঁহারা তিন টাকা পাঠাইয়া উত্তরায়ণের বার্ষিক গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা উত্তরায়ণ-সম্পাদক রচিত বহু প্রশংসিত সুন্দর গ্রন্থ **বিয়োগান্ত** বিনামূল্যে পাইবেন।

অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

খানকয়েক ভাল বই যা বিনা দ্বিধায় কিন্‌তে পারেন

সর্ব্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী

শৈলজানন্দের

১। **হোমানল—১৲**
অশ্রুকরুণ উপন্যাস,
চমৎকার লেখা।

২। **অনাথ আশ্রম—২৲**
সুবৃহৎ উপন্যাস, যাহা শীঘ্রই নিউ থিয়েটার্স কর্ত্তৃক চিত্রে রূপান্তরিত হইবে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
দীপের আলো—১৷৷৹
লেখিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের
হাওয়া বদল—১৷৷৹
ভিন্ন ও নূতন ধরণের সুবৃহৎ উপন্যাস।

ফাইন আর্ট পাব্‌লিশিং হাউস্
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আধুনিক প্রণালীতে বিজ্ঞাপনের জন্য—

বি, না ন

ফোন বি, বি, ৩২৩৪।

স্লাইড মেকার
এনলার্জার ও
ফটো প্রিন্টার

সিনেমা স্লাইড ও প্রোগ্রামের
অন্যতম প্রজেক্ট—
১৬।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিজাইনার
ব্লক মেকার
ও প্রিন্টার

‘উত্তরায়’ ‘ভোট-ভণ্ডুল’ দেখলেন তো ?

আপনার বাড়ীতে ইচ্ছামত ‘ভোট-ভণ্ডুল’ প্রহসনখানি শোনবার ব্যবস্থা করেছেন ?

প্রযোজনা ও রেকর্ড
টেকনিক অভিনব
—

মেগাফোন রেকর্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের
কৌতুক নাটকের সেট
—

প্রযোজক ও রচয়িতা—**বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বি-এ** (রেডিও)

সন্তোষ দাস (গঙ্গারাম), **শৈলেন চৌধুরী** (দারুকেশ্বর), দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নরহরি), পুলিন অর্ণব (মাখন), উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছিদাম মুদী), সুরেন মুখোপাধ্যায় (ফতু মিত্তির), মনোমোহন ঘোষ (সম্পাদক), যতীন চৌধুরী (গজু), **শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী** (মাতঙ্গিনী), **ফুল্লনলিনী** (মনোহরা), **কোহিনুরবালা** (দিদিমা), **জ্ঞান দত্ত** (গায়ক) প্রভৃতিকে ছবিতে যে ভূমিকায় দেখলেন রেকর্ডেও তাঁদের সেই ভূমিকায় পাবেন।

মাত্র তিনখানি রেকর্ডে সমগ্র প্রহসনখানি সমাপ্ত
মূল্য—৬৸০ ছয় টাকা বার আনা।

মেগাফোনের নবতম নাটক—
“মানময়ী গার্লস্ স্কুল” শুনতে ভুলবেন না।